E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2023; 5(4): 10-14
Received: 16-01-2023
Accepted: 19-02-2023

বিশ্বজিৎ সার
গবেষক বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

ড. অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

Corresponding Author:
বিশ্বজিৎ সার
গবেষক বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের উপন্যাসে নগরজীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব

বিশ্বজিৎ সার, ড. অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2023.v5.i4a.965

মূল বিষয়
গ্রাম জীবন ও নগর জীবনের পার্থক্য সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের মধ্যে খুবই সূক্ষ্মভাবে রয়েছে। সেই রকম ভাবে কোন বিস্তৃত নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব সে বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য তার উপন্যাস নেই। তবে তার উপন্যাস গুলির মধ্যে নগর জীবন এবং গ্রাম জীবনের মধ্যে অনুভূতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সুস্পষ্ট ভাবে। তার প্রথম লেখা উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'তে শহর জীবনের কথা বর্ণনা করা রয়েছে। এই 'তিলাঞ্জলি' নাটকে গ্রাম শহর জীবনের যে জটিল ঘূর্ণাবর্ত তা কিভাবে মানুষের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে একটি জটিলতা তৈরি করে তা সেখানে বলা রয়েছে। তাছাড়াও তার লেখা অন্যান্য উপন্যাস গুলি হল ভারতীয় সৈনিকদের ইতিহাস, 'ভারত প্রেমকথা', 'শতকীয়া', সুবোধ ঘোষের দশটি উপন্যাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মূল শব্দ: গ্রামের অর্থনৈতিক বিপন্নতা, দ্বন্দ্ব, উপন্যাস, নগর ও গ্রাম জীবন, সম্পর্কের জটিল ঘূর্ণাবর্ত

ভূমিকা:

সুবোধ ঘোষ তার উপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি শুরু হয় প্রথম 'তিলাঞ্জলি' মাধ্যমে তার পরবর্তীকালে তিনি আরও বহু উপন্যাস লিখেছেন যদিও তার পটভূমি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তিনি মোট তার ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে মোট ১৫৭টি গল্প এবং ৩০ টি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন। তিনি ছোট গল্পকার হিসেবে বেশি পরিচিতি লাভ করলেও তার উপন্যাস রচনার মধ্যেও দেখিয়েছেন সমান দক্ষতার পরিচয়। তার উপন্যাস গুলি এবং তার ছোট গল্পগুলি তৎকালীন সমসাময়িক ঘটনাবলীর একটি প্রচ্ছন্ন দলিল। যার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের কৃষকদের সংগ্রামের দৃশ্য এবং সাথে সাথে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন শহরের শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের একটি প্রচ্ছন্ন চিত্র। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসএ তিনি দেখিয়েছেন ১৯৪০ সাল এবং তার পরবর্তী সময়ের দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র, যা শুধু গ্রাম বাংলাকেই নয় কলকাতার শহরও তার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাইনি। এই দুর্ভিক্ষের ফলেই কলকাতায় ও গ্রাম অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু মিছিল দেখা গিয়েছিল, যা সত্যিই বেদনা বিধুর এবং যন্ত্রণাময় এক চিত্রই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

লেখক পরিচিতি

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯ থেকে ১৯৮০) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ এক স্মরণীয় নাম সাহিত্য জগতে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বেশ কিছুটা দেরিতে তিনি তার মেধাশক্তি, চিন্তা-চেতনা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যেকে বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন। উত্তর কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ পরিকল্পনার মৌলিকতায় ও আলোচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে এবং সঠিক বাঙালি মানসিকতার অন্যতম শিল্পী। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ১৯০৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর বিহারের হাজারীবাগ গেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বহর গ্রামে। হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। বিচিত্র জীবিকা সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঙালি পাঠক সমাজে সুবোধ ঘোষ এখনো প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে তার 'অযান্ত্রিক' এবং 'ফসিলের' মত বাংলা সাহিত্যের যুগান্তরকারী গল্প। ভাষার উপর অনায়েস দক্ষতার পরিচয় মেলে ওঁর বিভিন্ন স্বাদের গল্পে। মহাভারতের গল্পগুলি বলার জন্য তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার সঙ্গে অযান্ত্রিক বা ফসলের গল্পে ব্যবহৃত ভাষার কোন মিল নেই। প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমেই যেহেতু সুবোধ ঘোষের মধ্যে উপন্যাস ও তার ছোট গল্প লেখার প্রেরণা জন্মেছিল তাই তার বেশিরভাগ গল্প, উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বাস্তব জীবনের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়।

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের উপন্যাসে নগরজীবন ও গ্রাম্য জীবনের দ্বন্দ্ব: তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'(১৯৪৪) তে আমরাপাই কয়েকটি চরিত্র যার মধ্যে মূলত তিনটি চরিত্র হলো শিশির, রাধা ও জয়ন্ত। আরো অনেকগুলি চরিত্র থাকলেও এই তিনটি চরিত্র নিয়েই মূলত উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে। এই উপন্যাসের একদিকে রয়েছে দুর্ভিক্ষের ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপর্যয় এবং অন্যদিকে রয়েছে মানববাদের বিতর্ক। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে যেমন তীক্ষ্ণ মনশীলতার পরিচয় রয়েছে তেমনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জীবনের নিপুন বিশ্লেষণেও রয়েছে বাস্তবতা।

"শিশিরের সঙ্গে যাদের মেলামেশা আছে, তারাও শিশিরকে চিনতে পারেনা। ..... শিশির নিঝুম হয়ে বসে থাকে। সীতা চুপ করে মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে বসে"।

এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল শহরের ধনী পরিবারের জীবনযাত্রা এবং একজন শিক্ষিত শিল্পীর জীবনযাত্রার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য যা মূলত শহরের জীবনধারার একটি প্রতিচ্ছবি যা ঘরে ঘরে আমরা দেখতে পাই। উপন্যাসের মধ্যে থেকে আমরা শহরের ইদুর দৌড়ের একটি প্রতিযোগিতা দেখতে পাই।

"বৌদির মামাবাড়ি সম্পর্কে সীতা তার আত্মীয় হয়।..... সীতার বাবার আভিজাত্য একটু বেশি প্রখর। ভাবি জামাইয়ের জন্য তিনি বিলেতের দিকে অথবা কোন বিলেতি গাছের দিকে তাকিয়ে আছেন"।

এই উপন্যাসে উপন্যাসিক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শহর জীবনের প্রতিচ্ছবি যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি শিশির একজন শিল্পী হলেও তাকে প্রতিবেশীরা খুব একটা ভালো করে চেনে না বা জানে না শুধু এইটুকুই জানে তিনি একজন গানের মাস্টার। এই উপন্যাসের জায়গা হিসেবে উপন্যাসিক পছন্দ করেছেন কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকাকে।

"বালিগঞ্জ প্রেসের এই একতলা বাড়িটার দক্ষিণ কোনে ঘরটা সত্তিকারের আর্টিস্ট ও ভাবুক লোকেদের পক্ষে একটি আদর্শ আশ্রয়।.....কে হয়তো জানে না, শিশির আজকাল গান-বাজনা নিয়ে একটা গবেষণা করছে।"

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে আমরা বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা জানতে পারি। যে দুর্ভিক্ষ শুধুমাত্র গ্রামকেই সর্বস্বান্ত করেনি শহরেরও প্রচুর মানুষের প্রাণ নিয়েছিল। এই উপন্যাসে মূলত দুটি ভিন্নধারার কাহিনী আমরা দেখতে পাই একটি শহরের ঘিঞ্জি ঘরের দৃশ্য ও অন্যটি রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন।

"কি করবেন বলুন, এবার কার পুজোয় বীরপুরের হুরু ডোমকে পাওয়া গেল না।..... সব খতম হয়ে গেছে। এই দুর্ভিক্ষে ওরা সব মরে গেছে"।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দুটি ভিন্নধারার আন্দোলন দেখতে পাই। একদিকে জাতীয় আন্দোলন এবং অন্যদিকে তার সাথে সাথেই জাগৃতি সঙেঘর যা অনেকটাই ভিন্নধারার আন্দোলন পরিচালনা করে।

"জাগৃতি সঙেঘর কথা মনে পড়ছিল ইন্দ্রনাথের। ..... তাই এদের বলতে দ্বিধা নেই এই যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ"।

সুজাতা

এই উপন্যাসে উপন্যাসিক গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রাম বাংলার ঘুম পড়ানো গান তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ যা গ্রাম্য সংস্কৃতিরই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি হল চারু, উপেন, রমা, বুধন, অধীর ও আম্বি প্রভৃতি।

"শালবনে ঘেরা এই ছোট্ শহরের কিনারায় ওই শান্ত বাংলো বাড়িটার..... বাংলোর লনে মৌসুমী ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল জীবন"।

এই উপন্যাস থেকে আমরা জানতে পারি তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার দুরবস্থা সাথে সাথে শ্রমিকদের কলেরায় নির্মমভাবে মৃত্যু। অনেক কৃষকরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আসলেও তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছিল তাই অনেকে নিরুপায় হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পর্যন্ত বাধ্য হচ্ছিল। যা তৎকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা সাথে সাথে একটি নির্মম সামাজিক প্রতিচ্ছবিও আমাদের সামনে উপস্থাপন করে।

"সুসংবাদ এই যে, কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কোন কুলি পালিয়ে যায়নি না। কারণ কলেরার ভয় কমে গিয়েছে।..... মৃত্যুও হয়নি"।

এই উপন্যাসেই আমরা দেখতে পাই ধনী ও দরিদ্র পরিবারের জীবনযাত্রার বিস্তর পার্থক্য। একদিকে যেমন রমার জন্মদিন উপলক্ষে উপেনের বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের বন্দোবস্ত চলছে ঠিক একইভাবে আমরা দেখতেপাই বুধন ও তার স্ত্রীর কলেরায় মৃত্যুর পর তার দেড় বছরের কন্যার অসহায় পরিণতি।

"বারান্দার প্রান্তে এক কোণে একজন চৌকিদার আর দুজন দিন দরিদ্র চেহারার কুলি শ্রেণীর মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল।..... চৌকিদারার কুলি দুজনে ..... জড়ানো শিশুকে নিয়ে লনের আরেক প্রান্তের শেষ কোণে এক গাছে তোলায় গিয়ে বসে থাকে"।

এই উপন্যাসে আমরা দেখতেপাই ধনী শ্রেণীর বিলাসবহুল জীবনযাপন ও তাদের আনন্দ আনন্দ উৎসব উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে খরচের আরম্ভর আর অন্যদিকে চরম আর্থিক অনাটনে এবং ওষুধ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে শ্রমিক শ্রেণীর নির্মম পরিণতি। এই উপন্যাসটি যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শহর জীবনের জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে দুটি পৃথক অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থিত মানুষদের মধ্যে চরম পার্থক্য।

"মাত্র দশ বার জন অভ্যাগত। কতিপয় মহিলাও আছেন।..... অভ্যাগতেরই সঙ্গে একটি করে কুকুর।..... সেই দুজন কুলি, আর ঘাসের উপর শোয়ানো ও কম্বলে জড়ানো সেই শিশু"।

গঙ্গোত্রী :

রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস হলো 'গঙ্গোত্রী'। অবশ্য রাজনীতি এখানে পটভূমি নির্মাণে সাহায্য করেছে মাত্র। আসলে রাজনৈতিক উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে একটি জীবনযাত্রায় ও তাদের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকজনের জীবনেজাগৃতি সঙেঘর যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা উদ্ভব হয়েছে তাকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে এই উপন্যাসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাবে।

"মন্দার গায়ের এক নিরীহ রাজপুত পরিবারের কর্তা.....শুধু রাজপুত বাড়ির লোকেরা নয়"।

ত্রিযামা

'ত্রিযামা' উপন্যাসে সাংকেতিকতা অপূর্ব রুপ লাভ করেছে। কুশল, নগলা ও সরুপার অন্তর এর ঘাত প্রতিঘাত ও মানসিক দ্বন্দ্ব নিপুন তুলিতে অঙ্কিত। চরিত্র পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে রয়েছে রূপক ব্যঞ্জনা। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ঘটনার পরিমিত উপস্থাপনে ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে উপন্যাসটি এক অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি।

"এক কথায় বলা যায়, জীবনে সুখী হতে চায় কুশল।..... নিজেদের ইচ্ছামত একটি শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে"।

শ্রেয়সি

'শ্রেয়সি' (১৯৫৭) উপন্যাসটিতে এক অন্তিম অবক্ষয়ের সম্মুখীন অভিজাত পরিবারের হত-দরিদ্র ও চক্রান্ত কুটিল জীবনযাত্রা রূপ পেয়েছে।

"কমল, (গম্ভীর ভাবে) ছেলে আমাকে মনে মনে ঘেন্না করে, নিয়ে আমাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছে।..... সে মেয়ে নিরাভরণা হয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে যায় কোন লজ্জায়?"

শতকিয়া

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' মানভূমির আদিবাসী অধ্যুষিত পল্লী অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত। শতকিয়া উপন্যাসে মূল চরিত্রগুলি হল দাশু, মুরারি ও রায়বাবু প্রভৃতি। মানভূমের আদিম মানব

গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, লৌকিক সংস্কার বিশ্বাস তাদের মানসিকতার পূর্ণ আলেখ্য। শতকীয়া মানভূমের কৃষি নির্ভর জীবনে ধীরে ধীরে অথচ নিষিদ্ধভাবে পরিবর্তনের স্রোত এনে দিয়েছে যন্ত্র যুগের চাকচিক্যময় জীবনযাত্রা। সেই স্রোতের মুখে নায়ক দাশু ঘরামি কিছুতেই আর তার প্রাচীন জীবন দর্শন রক্ষা করতে পারছে না।

"গায়ের পাশে ডরানি নামে সেই ছোট নদীটিও আছে, যে নদীতে বৈশাখ সও হাটু জল থাকে।..... জাতির পেশা নামে বাঁধাধরা কোন পেশা নেই"।

দাশু ঘরামি ও তার স্ত্রী মুরলির মধ্যে দুই বিপরীত জীবনাদর্শের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। দাশুর স্ত্রী মুরলি খ্রিস্টান মিশনারীদের উন্নত পরিশীলিত জীবনযাত্রায় প্রতি প্রলুব্ধ। কিন্তু দাশুর আদিম বিশ্বাস সংস্কারপুষ্ট জীবনাদর্শের প্রতি একান্ত অনুরাগী। আঞ্চলিক জীবনধারা ও আঞ্চলিক বিশ্বাসের প্রতীক যেন দাশু ঘরামী। মানভূমির ভূ-প্রকৃতি ও আঞ্চলিক চেতনা দাশুর জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মধুকুপের সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে দাশুরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

"ঠিক সেই লড়াইয়ের সময়, গায়ের লোকের মনের ভুলে একবার দু'মাসের মধ্যেও একটা পুজো পায়নি কপাল বাবা।..... সেই সময় ভয়ানক রাগ করেছিল কপাল বাবা"।

কপাল বাবার জঙ্গল, ডারচী নদী, ছোটকালু, বড়কালু পাহাড় এমনকি বাঘিনী কানারাণী পর্যন্ত দাশুর জীবনে পরম-অর্থবহ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের বর্ণনায় মানুষের উপভাষার প্রয়োগ নিখুঁত। আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রথম শর্ত প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দিয়েছে এবং আঞ্চলিক মানব মনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই উপন্যাসে ব্যক্তি চেতনার সঙ্গে গোষ্ঠী চেতনার সামঞ্জস্য ও জীবনসাদের একমুখীতা বজায় আছে। এর প্রায় সকল পাত্র-পাত্রীরাই রূপক দ্যোতনা। আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে সংক্ষেপ ধর্মিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'শতকীয়া' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

"মাত্র দেড়বিঘে চাকরান জমি, মাটি এঁটেল।..... কিন্তু জমি ছাড়তে রাজি হয়নি দাশু"

আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'কালোগুরু' ও 'শিবালয়' গল্প দুটি। এই উপন্যাস দুটির মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন গ্রাম বাংলা ও শহরের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। তিনি গ্রাম ও শহরকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিতে সরাসরি ভাবে অংকন করতে না চাইলেও তার লেখার মাধ্যমে গ্রাম্য শহরের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সূক্ষ্ম পটভূমি গত পরিবর্তন বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের ভূমিকা ও পরিসীম। তিনি তার একান্ত প্রচেষ্টায় খুব সুন্দর করেই বাংলা উপন্যাসকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তার মোট ছয়টি উপন্যাস বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর আমরা দেখতে পাই শহরনগর জীবনের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের লিপি। কবি যদিও খুব সচেষ্ট ভাবে তার লেখার মাধ্যমে নগর ও গ্রাম জীবনের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেনি তবুও তার লেখার মাধ্যমে বারে বারেই ফুটে উঠেছে নগর জীবন ও গ্রাম্য জীবনের জীবনযাত্রার সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনো হয়েছে গ্রামের মানুষ ও শহরের মানুষের জীবনযাত্রার পার্থক্য কখনো হয়েছে বা গ্রাম বা শহরের মানুষের বেঁচে থাকার পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য। একইভাবে তিনি দেখিয়েছেন গ্রামের মানুষেরা কিভাবে মহাজন জমিদার দের দ্বারা প্রতারিত প্রবঞ্চিত এবং শোষিত হয় ঠিক একই রকম ছবি আবার তিনি তুলে ধরেছেন শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও চলে শ্রমিকেরা মূলত শোষিতহয় মহাজনদের দ্বারা এবং কলকারখানার মালিকদের দ্বারা। গ্রামের পরিবেশে যেমন রয়েছে খোলা হাওয়া উন্মুক্ত প্রান্তর ও সর্ষের বিপুল সম্ভার কিন্তু জমিদার মহাজন দের দ্বারা শোষিত হওয়ার পরে কৃষকদের হাতে পড়ে থাকে নিতান্ত সামান্য অংশের ফলে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করা হয়ে পড়ে অত্যন্ত কঠিন। একইভাবে গ্রাম থেকে শহরের দিকে উচ্চ আয়ের জন্য ছুটে আসে কৃষকেরা, কিন্তু পরবর্তীকালে তাদেরও একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ শহরে তাদের থাকার জায়গা যেমন অপরিচ্ছন্ন ঠিক একই ভাবে চারিপাশে থাকে ছোট ছোট সরু গলি এবং বড় বড় নর্দমা।

পরিশেষে বলা যায় সুবোধ সুবোধ ঘোষ যথেষ্ট সুন্দরভাবে এবং সুনিপুণভাবে তার অন্তর্নিহিত দৃষ্টির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শহর জীবন ও গ্রাম জীবনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রাচীর।

গ্রন্থপঞ্জি

1. সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, ১৯৪৯)
2. গল্পলোক (নিউস্ক্রিপ্ট, ১৯ ৫৭)
3. গল্প মণিঘর (রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৬৯)

4. ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (মনোত্তর প্রকাশ), মর্ডান কলাম, এপ্রিল ১৯৮৬
5. শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প (পত্রপুট,১৯৮৮)
6. সুবোধ ঘোষের বাছাই গল্প (উত্তম ঘোষ সম্পাদিত, মন্ডল বুক হাউস, ১৯৯১)
7. কিশোর গল্প (১৯৯১)
8. সুবোধ ঘোষ অমনিবাস (দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৬)
9. ৯. সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম -পঞ্চম খন্ড), প্রাইমা পাবলিকেশন প্রকাশন কাল উল্লেখ নেই
10. সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম- তৃতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, এপ্রিল ও জুন ১৯৯৪
11. তুষার চট্টোপাধ্যায়ঃ ভরাথাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতির তর্পণ, সুবোধ ঘোষ স্মৃতি সংসদ, কলকাতা, ১৯৯১
12. উত্তম ঘোষ: সুবোধ ঘোষ: বড় বিস্ময় জাগে, করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৪
13. সুদীপ কুমার চক্রবর্তী: ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই
14. শিবশংকর পাল: সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯
15. অরিন্দম গোস্বামী: সুবোধ ঘোষ: কথা সাহিত্য, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, আগস্ট ২০০১
16. নবনীতা চক্রবর্তী: বাংলা ছোট গল্পের গদ্যশৈলী সতিনাথ ভাদুড়ী-সুবোধ ঘোষ-অমল কুমার মজুমদার, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০২
17. গোপাল মনি দাস: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষ পাএ'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৭
18. তপন মন্ডল: গল্পকার সুবোধ ঘোষ: জীবনদৃষ্টি ও নির্মাণ শিল্প, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ২০০৭
19. উত্তম রায়: সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে কথনশৈলী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০
20. উত্তম ঘোষ ও সমীর কুমার নাথ: সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, নাথ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৮
21. ভোলানাথ দাস: দশটি উপন্যাস সুবোধ ঘোষ, সপ্তর্ষি, কলিকাতা, ১৩৭০
22. সুবোধ ঘোষ: শতকীয়া, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৫
23. মলেন্দ্র কুমার সেন: শ্রেয়সী, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৭
24. সুবোধ ঘোষ: ত্রিযামা, মর্ডান কলাম, কলকাতা, ১৩৭১
25. সুবোধ ঘোষ: গঙ্গোত্রী, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স লি:, কলিকাতা, ১৩৫৪